মেলোড্রামা

১. সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :

'মেলোড্রামা' শব্দটির অর্থ গান যুক্ত নাটক। ব্যুৎপত্তিগত এমন অর্থই ক্রমে প্রসারিত হয়। 'Melos' শব্দটির অর্থ 'songs', 'Drame' অর্থে 'Drama'. দুটি ল্যাটিন শব্দের সমন্বয়। গানযুক্ত নাটককেই তাই 'মেলোড্রামা' বলা হত। প্রাচীনকালে 'অপেরা' এবং 'মেলোড্রামা' শব্দ দুটি সমার্থক ছিল।

পরবর্তীকালে গান এবং আকস্মিক ও চাঞ্চল্যকর ঘটনাপ্রধান Serious Dramma অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হতে আরম্ভ করে। আধুনিককালে শব্দের অর্থসঙ্কোচ ঘটতে ঘটতে মেলোড্রামাকে ট্র্যাজিডির 'a cruder and more popular kin' (Ref. Dictionary of World literature) বলা হয়ে থাকে।

অধ্যাপক A. Nicoll তাঁর 'Theory of Drama' গ্রন্থে মেলোড্রামাকে ট্র্যাজিডির 'Plebeian relative' বলেছেন। লক্ষণীয়, 'Patrician' বলা হয় নি কিন্তু। 'দোসর' নয়, 'নিম্নশ্রেণীর' আত্মীয়। 'Plebeian' শব্দটি সেই তাৎপর্যই বহন করে।

২. মেলোড্রামার সাধারণ লক্ষণ ঃ

১) গীত, দৃশ্য, ঘটনার প্রাধান্য (Song, Show, incident, prevelling characteristics)

২) ঘটনার উপর অনুচিত গুরুত্বপ্রদান (undue incistence upon incidents)

৩) মেলোড্রামাতে এমন কিছু থাকে না, যা গভীরতর আবেদন বা আত্মিক সংবেদনা সৃষ্টি করতে পারে (Have nothing or practically nothing that have an inward appeal)

৪) নাটকে আকস্মিক বা রোমহর্ষক ব্যাপার থাকলেই যে তা অতিনাটক বা মেলোড্রামা হবে, এমন কিন্তু নয়।

(থিওরি অফ ড্রামা)

চরিত্রচিত্রণ এবং ভাবব্যঞ্জনার গভীরতা তথা সর্বজনীনতা ব্যক্ত হ'লে মেলোড্রামাসুলভ ঘটনাটি থাকা সত্ত্বেও নাটকটিকে ট্র্যাজিডিই বলতে হবে। ট্র্যাজিডিতে জোর দেওয়া হয় ভাবগভীরতার উপর আর মেলোড্রামায় নিছক ঘটনার উপর। নিকলের ভাষায় ঃ 'It is then some inner quality—the stressing of the spiritual as opposed to mirely physical that makes tragedy out of melodramma and comedy out of farce.'

নিকলের এই সিদ্ধান্তটি খুব মনোযোগ দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। কারণ 'Spiritual' এবং 'merely physical' কথাদুটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে ট্র্যাজিডিকে

Scanned with CamScanner

মেলোড্রামা বা মেলোড্রামাকে ট্র্যাজেডি বলার বিপত্তি বারেবারেই ঘটতে পারে।

এককথায় যে নাটকে বারবার মৃত্যুদৃশ্য (নবান্ন বা নীলদর্পণ) বা ঘটনাকৌতূহল ছাড়া অন্য কোনো গভীর ভাব বা রস ব্যক্ত হয় না, তাই আসলে মেলোড্রামা। আর করুণ রসের আবহ থাকা সত্ত্বেও যখন নাটক গুরুতর সংবেদনা সৃষ্টি করতে পারে, তখনই ট্র্যাজিডি স্তরে উন্নীত হয়। সেখানে ভাবগৌরব ও অর্থগৌরবের যুগ্মবেণীসঙ্গম।

অবশ্য যে নাটকে জীবনের রূপ তীব্র ভাবসংবেদনার সঙ্গে ব্যক্ত করা হয়, সেই নাটকের ঘটনাবিন্যাস অতিনাটকীয় হলেও তাকে ট্র্যাজিডি বলেই গণ্য করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, ট্র্যাজিডি রসোত্তীর্ণ না হ'লেই মেলোড্রামায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু অ-রসোত্তীর্ণ ট্র্যাজিডি মাত্রই মেলোড্রামা নয়।

আসলে অতিনাটকীয়তা বা মেলোড্রামাত্ব নাটকের বিশেষ ধরণের অসার্থকতা। আবেগবাহুল্য যার অন্যতম কারণ। এছাড়াও এই অসার্থকতা দেখা যায়—বিষয়বস্তুর গুরুত্বের অভাবে, ঘটনা ও তাৎপর্যের সুগমতার অভাবে, চরিত্রের সামাজিক সুষম বিন্যাসের অভাবে, জীবনের রস ও রূপের—এককথায়, গভীর অন্বেষার অভাবে।

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, ঘটনা-চরিত্র, রস-প্রভৃতির মধ্যে ট্র্যাজিক সংবেদনা থাকলেই এবং তার দ্বারা ট্র্যাজিডিবোধ উদ্রিক্ত হলেই চরিত্রসৃষ্টিতে চমৎকারিত্বের অভাব সত্ত্বেও নাটকটিকে ট্র্যাজিডি শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য করতে হবে। অর্থাৎ 'রসনা'র দিক থেকে দুর্বল হলেও 'বোধ' অংশের দাবীতে ট্র্যাজিডির তালিকাতেই স্থান পাবে। অবশ্যই অসার্থক শিল্পসৃষ্টি হিসাবে। 'নুরজাহান', 'সাজাহান' 'জনা' ট্র্যাজিক নাটক। অতিনাটকীয় বিসর্জন। যদিও 'নীলদর্পণ' বিশুদ্ধ নাট্যরীতির বিচারে মেলোড্রামা, তবু সমাজের কাছে তার বিশেষ আবেদন আছে।

২. একটি মেলোড্রামার দৃষ্টান্ত ঃ রাজা ও রাণী

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের পরিণতি সুখকর নয়। নাট্য-পরিণামে মৃত্যু এবং বিষণ্ণতা আমাদের মন ভারাক্রান্ত করে তোলে। তবু আপাতদৃষ্টিতে এই নাটককে ট্র্যাজেডি বলে মনে হলেও আসলে এটি একটি মেলোড্রামা।

এই নাটকের নায়ক কুমারসেন নন, রাজা বিক্রমদেব। তাঁর জীবনে গ্রীক ট্র্যাজিডিসুলভ অদৃষ্টের কোনো অভিশাপ নেমে আসে নি। আবার, শেক্‌স্‌পীয়রীয় বিচারে 'Character is destiny'-র পরিচয়ও এখানে পাওয়া যাবে না। যুক্তিহীন ভাবাবেগই সমস্ত চরিত্রের মূলে। 'সর্বমত্যন্তগর্হিতম' এটাই অতিনাটক বা melodrama-র জন্ম দেয়। 'রাজা ও রাণী'-তেও তাই হয়েছে।

বিক্রমদেবের আচরণে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন। আত্যন্তিক মোহই বিক্রমের চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা (fatal defect)। রাণীর উপদেশ অনুনয়ে, মন্ত্রীর উপরোধ অনুরোধে কিছুতেই রাজার এই মোহভঙ্গ হয় নি। এর জন্য প্রচণ্ড আঘাতের প্রয়োজন ছিল। রাণীর গৃহত্যাগে সেই দুরন্ত আঘাত এসে উপস্থিত হয়। অনুশোচনায় অস্থির রাজা

Scanned with CamScanner

এতোদিনে বুঝতে পারলেন যে এতদিন তিনি রাজপৌরুষ, বিশ্বপ্লাবী কর্মাভিযান, সমস্ত কিছু ভুলে এক নারীর রূপকুণ্ডে নিমজ্জমান হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছিলেন।

যদিও এই ঘটনাগুলি কার্যকারণ সম্বন্ধ রেখে গড়ে ওঠে নি। সবই আকস্মিক, যুক্তিহীন ভাবাবেগের উপর নির্ভরশীল। আর, সেখানেই 'রাজা ও রাণী' অতিনাটক বা melodrama-য় পর্যবসিত হয়েছে। সার্থক ট্র্যাজিডি হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ 'ওর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল, হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। এই লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। যেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত।'

'রাজা ও রাণী'র 'সূচনা' অংশে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকে জানা গেল এখানে আছে 'লিরিকের প্লাবন।' এটাও মেলোড্রামারই লক্ষণ, গীতিপ্রাধান্য এই নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য। ইলা, ইলার সখীরা, সম্মিলিত জনতা, সৈনিক সবাই গান গেয়েছে।

পঞ্চম অঙ্কের হাটের দৃশ্যে শত্রুসৈন্যের প্রত্যাশিত আক্রমণের আশংকার মুহূর্তে জনতার মধ্যে কোলাহল, উত্তেজনা ও উদ্বিগ্নতা। সেইরকম পটভূমিতেও জনৈক ব্যক্তির মুখে সংযোজিত হয়েছে একটি গান। এর ফলে নাটকীয় কৌতূহল ব্যাহত হয়। নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে বাধা আসে। মনে রাখতে হবে, মেলেড্রামা আসলে গীতাভিনয় বা অপেরার সমার্থক।

'রাজা ও রাণী' নাটকে কুমারের আত্মবিসর্জন প্রত্যাশিত ছিল না। কুমারের ছিন্নশির নিয়ে রাণী সুমিত্রার প্রবেশ মেলোড্রামার বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে। এর ফলে নাট্যপরিণতিতে অতিমাত্রায় প্রাধান্য পান কুমারসেন। এটাও অতিনাটকীয়তার নিদর্শন। এসব ঘটনাই প্রমাণ করে 'রাজা ও রাণী' ট্র্যাজিডি নয়, মেলোড্রামার দৃষ্টান্ত।

Scanned with CamScanner